গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর
www.dgc.edu.bd

বিজ্ঞপ্তি নং-দিসক/দিনাজ/একাডেমি/একাদশ/ভর্তি ২০১৬-১৭/১২২ তারিখ: ২৪.০৫.২০১৬ খ্রি.

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন সংক্রান্ত নিয়মাবলী:

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি সংক্রান্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর এর স্মারক নং-মাউশিবোদি/কলেজ/ভর্তি-বিজ্ঞপ্তি/২০১৬/২২৮৫(৫০) তারিখ: ১৮/০৫/২০১৬ মোতাবেক ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে দিনাজপুর সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনলাইনে অথবা টেলিটক প্রি-পেইড মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে ভর্তির আবেদন করতে পারবে।

১। ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে দেশের যে কোনো শিক্ষা বোর্ড এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ সালে এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

২। **আবেদনের জন্য ভর্তির যোগ্যতা:**
২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শাখার জন্য ন্যূনতম (এস.এস.সি./সমমানের পরীক্ষায়) জি.পি.এ. ৫.০০, মানবিক শাখার জন্য ন্যূনতম ৪.০০ ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য ন্যূনতম ৪.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে।

৩। **প্রার্থী নির্বাচনের পদ্ধতি:**
ভর্তির জন্য কোনো বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। কেবল শিক্ষার্থীরা এস.এস.সি. বা সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে। বিজ্ঞান শাখায় ভর্তির ক্ষেত্রে সমান জি.পি.এ. প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত অথবা উচ্চতর গণিত/জীববিজ্ঞানের প্রাপ্ত জি.পি.এ. বিবেচনায় আনতে হবে, এতেও যদি সমস্যা সমাধান না হয় তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে। মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ক্ষেত্রে সমান গ্রেড পয়েন্ট অর্জনের বিষয়টি নিস্পত্তির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে। এছাড়াও প্রার্থী বাছাইসহ ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের ভর্তির নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

৩.১ এক গ্রুপের প্রার্থী অন্য গ্রুপে ভর্তির ক্ষেত্রে জি.পি.এ. একই হলে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই কল্পে উদ্ভুত জটিলতা নিরসন না হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৪। **ভর্তির কোটাসমূহ:**
বিভাগীয় শহর ব্যতীত অন্যান্য জেলা শহরগুলোতে ৮৯% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট ১১% আসনের মধ্যে ৩% আসন সংশ্লিষ্ট জেলা শহরের বাইরের (যে কোনো অঞ্চলের জন্য) শিক্ষার্থীদের জন্য, অবশিষ্ট ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য, ২% শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এর অধঃস্তন দপ্তরসমূহ এবং দিনাজপুর সরকারি কলেজে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের জন্য, ০.৫% বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বি.কে.এস.পি.) এর জন্য এবং ০.৫% প্রবাসীদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে। শিক্ষা, বি.কে.এস.পি. এবং প্রবাসীদের সন্তান কোটার ক্ষেত্রেও ভর্তির সময় উপযুক্ত প্রমানপত্র দাখিল করতে হবে।

৫। **ভর্তির জন্য শাখা নির্বাচন:**
(ক) এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান/মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
(খ) মানবিক শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
(গ) ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
(ঘ) মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান শাখায় ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

৬। আবেদন করার নিয়মাবলী:

৬.১ অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন করার পদ্ধতি:

৬.১.১ ওয়েব সাইট: আবেদনকারীকে নির্ধারিত ওয়েব সাইটে (www.xiclassadmission.gov.bd) গিয়ে Apply Online -এ click করতে হবে। এরপর প্রদর্শিত তথ্য থেকে ছকে এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষার রোল নম্বর, বোর্ড ও পাসের সন সঠিকভাবে এন্ট্রি দিতে হবে। আবেদনকারীর দেয়া তথ্য সঠিক হলে তার ব্যক্তিগত তথ্য ও এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষার জি.পি.এ. দেখতে পাবে। অত:পর নিজের/অভিভাবকের ব্যবহৃত একটি মোবাইল নম্বর এবং কোটা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) দিতে হবে। এই মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে প্রার্থীকে এসএমএস প্রেরণ করা হবে বিধায় নম্বরটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য ২ বার এন্ট্রি দিতে হবে। এবার তাকে ভর্তিচ্ছু কলেজ, শিফট, ভার্সন এবং গ্রুপ সিলেক্ট করতে হবে।

৬.১.২ কোটা নির্ধারণ: কোটার ক্ষেত্রে অনলাইনে মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষা কোটায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী তথ্য ছকের নির্ধারিত স্থানে তার জন্য প্রযোজ্য কোটা সিলেক্ট করবে। কোটায় আবেদনের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত মূল সনদপত্র থাকতে হবে এবং পরবর্তীতে ভর্তির সময় কলেজে প্রদর্শন ও যাচাইকরণ করা হবে বিধায় কোটার অপশন দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৬.১.৩ পছন্দক্রম নির্ধারণ: অনলাইনে আবেদনকারী তার পছন্দ অনুযায়ী প্রথমে যে কলেজ বা সমমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নির্বাচন করবে-সেটি পছন্দক্রম ১ম হবে এবং দ্বিতীয় বার নির্বাচনকৃত কলেজ বা সমমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পছন্দকৃত ২য় হবে। একইভাবে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ১০টি কলেজ বা সমমানের প্রতিষ্ঠানের পছন্দক্রম দিয়ে আবেদন করতে পারবে। ফরমটি Submit করার পূর্ব পর্যন্ত পছন্দক্রম পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে। আবেদন ফরমটি Submit করা হলে প্রার্থী তার Application ID ও Password পাবে। তাছাড়াও প্রার্থীর মোবাইলে এ সংক্রান্ত একটি বার্তা যাবে। উল্লেখ্য যে, আবেদনকারী তার মেধামান ও পছন্দক্রম বিবেচনার ভিত্তিতে ভর্তির জন্য প্রার্থী যতটি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান পছন্দক্রম দিবে ততটি কলেজ বা সমমানের প্রতিষ্ঠানে তার মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। আবেদনকারী তার Application ID ও Password ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৬.১.৪ গ্রুপে আবেদন: পছন্দের যে কোনো কলেজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ একাধিকবার বাছাই করলেও সবগুলো বাছাই একটি কলেজের হিসেবেই বিবেচিত হবে।

৬.১.৫ অনলাইনে ভর্তির আবেদনের ফি প্রদান: অনলাইনে সফলভাবে আবেদন Submit হওয়ার পর, প্রার্থীরা শুধুমাত্র টেলিটক মোবাইল ব্যবহার করে SMS এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন আবেদন ফি প্রদান করতে পারবে। টেলিটকের মোবাইল Message অপশন এ গিয়ে নিম্নলিখিত নিয়মে আবেদন ফি প্রদান করতে হবে।
CAD<space>WEB<space>Application ID লিখে 16222 নম্বরে Send করতে হবে। ফিরতি SMS এ আবেদনকারীর নাম, Application ID কলেজের সংখ্যা এবং ফি বাবদ ১৫০/- টাকা কেটে নেয়া হবে তা জানিয়ে একটি PIN নম্বর প্রদান করা হবে। আবেদনে সম্মত থাকলে Message অপশন এ গিয়ে CAD<space>Yes<space>PIN লিখে 16222 নম্বরে Send করতে হবে।

৬.২ SMS (এসএমএস) এর মাধ্যমে ভর্তির আবেদন করার পদ্ধতি:

৬.২.১ SMS এ মাধ্যমে আবেদন করতে হলে শুধুমাত্র টেলিটক প্রি-পেইড মোবাইল থেকে আবেদন করা যাবে। মোবাইল Message অপশন এ গিয়ে CAD<space> দিনাজপুর সরকারি কলেজের EIIN No.120818 লিখে <space> ভর্তিচ্ছু গ্রুপের ইংরেজি নামের প্রথম দুই অক্ষর <space> এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষা বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর <space> এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষার রোল নম্বর <space> এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষার সন <space> ভর্তিচ্ছু শিফটের নাম <space> ভার্সন <space> কোটার নাম লিখে 16222 নম্বরে Send করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি আবেদনের জন্য ১২০/- (একশত বিশ) টাকা হারে ফি প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ: CAD 120818 SC DIN 123456 2016 N B (এখানে 120818 দিনাজপুর সরকারি কলেজের EIIN, SC ভর্তিচ্ছু গ্রুপের ইংরেজি নামের প্রথম দুই অক্ষর, DIN এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষা বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর, 123456 এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষার রোল নম্বর, 2016 এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষার সন, N শিফট নাই, B ভার্সনের নামের প্রথম অক্ষর, FQ মুক্তিযোদ্ধা কোটা)।

৬.২.২ **SMS এর Key Word :** গ্রুপের ক্ষেত্রে Science এর জন্য SC, Humanities এর জন্য HU, এর জন্য Business Btudies এর জন্য BS লিখতে হবে। শিফটের ক্ষেত্রে শিফট না থাকায় N লিখতে হবে। ভার্সনের ক্ষেত্রে বাংলা ভার্সনের জন্য B লিখতে হবে। কোটার ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটা FQ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এর অধঃস্তন দপ্তরসমূহ এবং দিনাজপুর সরকারি কলেজে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের কোটার জন্য EQ লিখতে হবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য কোটা প্রযোজ্য হলে সংশ্লিষ্ট কোটার অপশন পূরণ করতে হবে। উল্লিখিত কোটার আওতাধীন না হলে কোটা অপশনে কিছু লেখার প্রয়োজন নাই।

৬.২.৩ **ফিরতি SMS:** ফিরতি SMS এ আবেদনকারীর নাম, কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের EIIN ও নাম গ্রুপের নাম এবং শিফটসহ ফি বাবদ কত টাকা কেটে নেওয়া হবে তা জানিয়ে একটি PIN Number প্রদান করা হবে। আবেদনে সম্মত থাকলে Message অপশনে গিয়ে CAD<space>Yes<space>PIN Number<space>Contact Mobile নম্বর (নিজের ব্যবহৃত যে কোনো মোবাইল নম্বর) লিখে 16222 নম্বরে Send করতে হবে।

৬.২.৪ একজন আবেদনকারী একাধিক কলেজে/একই কলেজে একাধিক গ্রুপে আলাদাভাবে আবেদন করতে পারবে, তবে প্রতিক্ষেত্রেই ফি বাবদ ১২০/- (একশত বিশ) টাকা কেটে নেয়া হবে।

৬.২.৫ **SMS এ পছন্দক্রম নির্ধারণ:** SMS এ আবেদনকারী তার পছন্দ অনুযায়ী প্রথমে যে কলেজে/সমমান প্রতিষ্ঠানের জন্য SMS করবে সেটির পছন্দক্রম ১ম হবে এবং ২য় বার SMS এ জন্য কলেজে/সমমান প্রতিষ্ঠানটির পছন্দক্রম ২য় হবে। উল্লেখ্য যে, SMS এর আবেদনের পূর্বে অনলাইনে আবেদন করে থাকলে তারপর থেকে পছন্দক্রম শুরু হবে।

৭। **আবেদনের সময়সীমা: মাধ্যমে ভর্তির আবেদন ২৬/০৫/২০১৬ হতে ০৯/০৬/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে।**

৮। **ফলাফল প্রকাশের তারিখ:** ১৬/০৬/২০১৬। ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের মেধাক্রম ১৬/০৬/২০১৬ তারিখে SMS, দিনাজপুর সরকারি কলেজের নোটিশ বোর্ডে, কলেজের নিজস্ব ওয়েব সাইটে, বোর্ডের নিজস্ব ওয়েব সাইটে এবং www.xiclassadmission.gov.bd এর মাধ্যমে জানা যাবে। কোনো আসন শূন্য থাকলে বা শূন্য হলে বোর্ড শিক্ষার্থীদের পছন্দক্রম অনুযায়ী ঐ শূন্য আসনের জন্য ২য় মেধাক্রম প্রকাশ করবে।

৯। **ভর্তির তারিখ: ১৮/০৬/২০১৬ হতে কলেজে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে।**

১০। **ভর্তির আসন সংখ্যা:**

(ক) বিজ্ঞান শাখায় = ৪২৫ জন
(খ) মানবিক শাখায় = ২০০ জন
(গ) ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় = ২০০ জন।

১১। **নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে ভর্তির সময় নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র কমিটির নিকট জমা দিতে হবে:**

(ক) মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র।
(খ) মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি-০২ কপি।
(গ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রশংসাপত্রের মূল কপি।
(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি-০২ কপি।
(ঙ) পাসপোর্ট সাইজের ০৪ (চার) এবং স্ট্যাম্প সাইজের ০২ (দুই) কপি মোট ০৬ (ছয়) কপি অসত্যায়িত রঙ্গিন ছবি।
(চ) পাঠ বিরতির ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার কর্তৃক পাঠ বিরতির সনদপত্র ০১ (এক) কপি।
(ছ) মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের কোটায় আবেদন করার সময় মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র প্রদর্শন করতে হবে।
(জ) মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের সন্তান হলে মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্র, পিতা ও দাদা/নানার জাতীয় পরিচয়পত্র (মূল কপি) প্রদর্শন করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা সন্তান/সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে। শিক্ষা, বি.কে.এস.পি. এবং প্রবাসীদের সন্তাদের ক্ষেত্রে ভর্তির সময় উপযুক্ত প্রমানপত্র দাখিল করতে হবে।

১২। ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে:
ওয়েবসাইটের ঠিকানা: www.dgc.edu.bd

১৩। **ক্লাস শুরুর তারিখ: ১০/০৭/২০১৬ খ্রি.**

অধ্যক্ষ
দিনাজপুর সরকারি কলেজ
দিনাজপুর।